সংবাদ

তারিখ 7 JUL 2008
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৪

প্রাইমারি স্কুল এখন গরিবদের শিক্ষা লাভের প্রতিষ্ঠান

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে এখন আর সচ্ছল পরিবারের ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করতে যায় না। তবে অসচ্ছল ও স্বল্প আয়ের পরিবারের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার প্রধান অবলম্বন এখনও এ বিদ্যালয়গুলোই। দেশের ৭৭ হাজার ৬৮৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শুধু দরিদ্র শিশুদের শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছে।

এক সময় উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত সব পরিবারের সন্তানদের শিক্ষা শুরু হতো সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনার মাধ্যমে। তখন এর কোন বিকল্প উপায় ছিল না। দেশের উচ্চপর্যায়ে আসীন ব্যক্তিরা এসব স্কুল থেকেই শিক্ষিত হয়েছেন। এখন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো পরিণত হয়েছে অনগ্রসর গোষ্ঠীর সন্তানদের অক্ষর জ্ঞান দেয়ার প্রতিষ্ঠানে। মানুষ তৈরি করার এক সময়ের এ প্রতিষ্ঠানেগুলোর এর চেয়ে বড় স্বপ্ন যেন এখন নেই। দরিদ্র কৃষক, শ্রমিকের সুবিধাবঞ্চিত অনেক সন্তান এ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে লেখাপড়া করে সোনার ছেলে হওয়ার অনেক নজির আছে। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় সরকারের প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ব্যক্তি উদ্যোগে বিভিন্ন শিক্ষা চালু আছে। এখন গ্রাম পর্যায়েও কিন্ডারগার্টেন চালু হওয়ায় সচ্ছল ও বেশি আয়ের লোকেরা তাদের ছেলেমেয়েদের কিন্ডারগার্টেনে পাঠায়। রাজধানীতে সচ্ছল পরিবারের সন্তানরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায় না আরও আগে থেকে।

মফস্বল শহরগুলোতেও সরকারি স্কুলগুলোতে ধনী শিশুরা যাচ্ছে না। জানা গেছে, আশির দশকের শেষের দিকে ঢাকা শহরে ৩টি কয়েক কিন্ডারগার্টেন চালু হয়। ইদানীং কিন্ডারগার্টেন গ্রাম পর্যন্ত বিস্তার লাভ করায় সারাদেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর ওপর প্রভাব পড়েছে। সামর্থ্যবানদের ধারণা, কিন্ডারগার্টেনে শিক্ষার মান ভাল এবং যুগোপযোগী। অন্যদিকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গরিব মানুষের সন্তানরা পড়াশোনা করে এবং সেখানে ভাল শিক্ষা দেয়া হয় না- এ রকম মনোভাব থেকে সামর্থ্যবান মানুষ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়বিমুখ হতে থাকে। ঢাকার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, সেসব স্কুলে সচ্ছল পরিবারের ছেলেমেয়েরা পড়তে যায় না। সেসব স্কুলে ৯৮ ভাগ ছাত্রছাত্রী দরিদ্র পরিবার থেকে আসে।

তাদের অভিভাবক শ্রমিক, দিনমজুর, রিকশাওয়ালা, গার্মেন্টস কর্মী কিংবা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। ঢাকার দক্ষিণখান থানার খিলক্ষেত কাওলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মজিবুর রহমান জানান, তাদের স্কুলে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ৬৯০ জন। সে স্কুলে ৯৮ ভাগ ছাত্রছাত্রী দরিদ্র পরিবার থেকে আসে। আর ২ ভাগ ছাত্রছাত্রী সচ্ছল পরিবারের।

কম অংশের অভিভাবক কম শিক্ষিত স্থানীয় বা সরকারি চাকুরে হওয়ায় বদলি হয়ে এসে অন্যত্র ভর্তি করাতে না পেরে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সন্তানকে ভর্তি করায়। বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি করার সুযোগ পেলে সরকারি প্রাইমারি স্কুল থেকে নিয়ে এসে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি করায়। সেরকম চিত্র ঢাকার সবক'টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের।